THE IMPRESSION, A Journal on Multi-Disciplinary Studies
Annual Issue 2018 (ISSN: 2278-2699)

পুরাণ, প্রগতি ও বাংলা উপন্যাস

ড.কৃষ্ণা ঘোষ*

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে যে বাংলা উপন্যাসের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল তার বিষয়বস্তু ছিল সমাজ ইতিহাস ও রোমান্স। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা উপন্যাসের নবজন্ম ঘটলো। ঘটনা বা কাহিনী নির্ভরতা ছেড়ে বাংলা উপন্যাস চরিত্র প্রধান হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'(১৯০৩) উপন্যাসের ভূমিকায় লিখলেন - 'সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরা বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।' চোখের বালির এই আত্মা নুসন্ধান ও আত্মসমীক্ষা আরও গভীর ব্যঞ্জনায় ধরা পরল 'চতুরঙ্গে'র আত্মগত উপলব্ধিতে। উপন্যাস ক্ষেত্রে সূচিত হলো চেতনা প্রবাহ রীতি। রবীন্দ্রনাথের এই আধুনিক মনষ্কতা 'কল্লোল' 'কালি কলম' 'বিচিত্রা'র লেখককুলরা ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করলেন না। তাঁরা পথ চলতে শুরু করলেন ভিন্ন পথে। বাংলা উপন্যাস সমৃদ্ধ হতে থাকলো কখনও কোন এক বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে, কখনও প্রকৃতি ও মানুষের অঙ্গাঙ্গীন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, আবার কখনও বা মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়নাকে আশ্রয় করে।

অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্বের দেশভাগ এবং ছিন্নমূল মানুষের বিপর্যস্ত পরিণতির অসহায় পটভূমিতে রচিত যে সব উপন্যাস আমরা পাই তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহতা ও মানুষের জীবনে দোদুল্যমান চিত্র। এই চঞ্চল অস্থির পরিস্থিতিতে লেখককুল ফিরে তাকিয়ে ছিলেন আমাদের পুরনো মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির দিকে। বাংলা উপন্যাসের প্রগতির পথকে সুগম ও মসৃণ করতে কিছু কিছু ঔপন্যাসিকরা অবলম্বন করলেন পুরাণ কাহিনী ও চরিত্রকে আশ্রয় করে তারা একদিকে যেমন পুরাণের নবজন্ম দিলেন অন্যদিকে তেমনি বাংলা উপন্যাসকে প্রগতির পথে নতুন দিশা দেখালেন।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশকে সামনে রেখে শ্রী বারীন্দ্রনাথ দাস লিখলেন 'শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব'। উপন্যাসটিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কারাগার থেকে মুক্তি, কংসের নিধন, পুতনা বধ, প্রভৃতি ঘটনাগুলির বাস্তব ও যুক্তিনিষ্ঠ বর্ণনার সাথে সাথে সেই সময়ের অস্থির রাজনৈতিক পটভূমিকেও তুলে ধরলেন। আবার প্রমথনাথ বিশী 'পূর্ণবতার' উপন্যাসের কাহিনী গ্রহন করেছেন মহাভারতের মৌষল পর্ব থেকে। যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের বান বিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে আধুনিক মানুষের পাপবোধ ও প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। জরা ব্যাধের বানে কৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছিল। সমস্ত উপন্যাস জুড়ে চলেছে জরা ব্যাধের মর্ম বেদনা। উপন্যাসের শেষে লেখকের দ্বারা উচ্চারিত হয়েছে সেই জীবন সত্য - "আমরা প্রত্যেকেই এক একজন আদর্শ ঘাতী।" আসলে লেখক সমসাময়িক জীবন চেতনার আলোকে মানুষের পাপ পুণ্য ও সুখ দুঃখে আন্দোলিত জীবনের আদর্শ ও তাকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন।

* সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, পানিহাটি মহাবিদ্যালয়, সোদপুর, কলকাতা - ৭০০১১০

পুরাণ কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত এই সময়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস সমরেশ বসুর 'পৃথা' ও 'শাম্ব'। পৃথা উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মহাভারতের অন্যতম বিতর্কিত চরিত্র কুন্তী। তার জীবনের নানান উত্থান পতনের কথা এখানে বলা হয়েছে। এক কথায় তার কঠোর জীবন সংগ্রামের কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। শাম্ব উপন্যাসের কাহিনীও নেওয়া হয়েছে মহাভারত থেকে। কৃষ্ণ কর্তৃক অভিশপ্ত শাম্বর যক্ষা রোগগ্রস্ত হয়ে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কঠোর তপস্যার কাহিনী ও অবশেষে তার মুক্তি লাভ এই উপন্যাসের উপজীব্য। শাম্ব চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক সমকালীন যুগ যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত যুব সমাজকে নিজ মনোবলের উপর বিশ্বাসী হতে বলেছেন। গজেন্দ্রকুমার মিত্র তার 'পাঞ্চজন্য' উপন্যাসে মহাভারতের কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী চরিত্র দুটিকে আধুনিক কালসম্মত করে সৃষ্টি করেছেন।

সাধারণ দরিদ্র, নিপীড়িত, শোষিত ও সামাজিক জীবন থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কাহিনী ধরা পড়েছে প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে। তা সত্ত্বেও পুরাণের কাহিনী ও চরিত্রকে অবলম্বন করে তিনি লিখলেন 'অদিতির উপাখ্যান', 'উত্তরার উপাখ্যান' প্রভৃতি উপন্যাস। এপ্রসঙ্গে নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ীর 'অম্বা, শিখন্ডি কিংবা শিখন্ডিনী' উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের কথা সাহিত্যিক দীপক চন্দ্র তার উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনে যেন পুরোপুরি পুরাণ নির্ভর হয়ে পড়েছেন। তার অসংখ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দ্রৌপদী চিরন্তনী' 'জননী কৈকেয়ী' 'পিতামহ ভীষ্ম','মহাভারতের শকুনি' খুবই জনপ্রিয়।

৭০ দশকের অস্থির রাজনৈতিক সমস্যা ও অত্যাচারের কাহিনী কে তুলে ধরতে মহাশ্বেতা দেবীর মত বলিষ্ঠ ও সময় সচেতন লেখিকা পুরাণকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। 'অক্লান্ত কৌরব' উপন্যাসে তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও শোষণের কথা জানাতে গিয়ে মহাভারতের কৌরব বংশকে হাতিয়ার করেছেন। এছাড়া 'শ্রী শ্রী গনেশ মহিমা', 'গান্ধারী পর্ব' 'ব্যাধখন্ড' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে পৌরাণিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে আধুনিক জীবন সংগ্রামের কথাই বলতে চেয়েছেন।

সাম্প্রতিককালের প্রতিভাধর কথা সাহিত্যিক ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে অনন্য ও সময়োপযোগী। তা সত্ত্বেও সমসাময়িক সময়ের দলিলকে তুলে ধরতে তিনি কখনও কখনও পুরাণকে আশ্রয় করেছেন। 'রাধাকৃষ্ণ' উপন্যাসটিতে তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবে ভাবিত হয়ে "দেবতারে প্রিয় করি,প্রিয়েরে দেবতা",- এই মধুর ভাবকে আশ্রয় করে একটি সরস, সজীব ও সমৃদ্ধ প্রেমের কাহিনী রচনা করেছেন। 'স্বর্গের নিচে মানুষ', ও 'অর্জুন' উপন্যাসের কাহিনী বুননে তিনি পৌরাণিক চরিত্রের আশ্রয় নিতে ভোলেননি।

অতি সাম্প্রতিককালে কথা শিল্পী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তার 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক বেকার যুবকের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের শেষ দশকের বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের হতাশা, গ্লানি ও পরাজয়ের কাহিনী বলতে চেয়েছেন। আবার 'কুবেরের বিষয় আশায়' উপন্যাসে গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত সাধারণ চাকরিজীবী মানুষের অনেক কিছু না পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তার ছবি আঁকতে বসে লেখক পুরাণের অতি বিখ্যাত কুবের চরিত্রটিকে অবলম্বন করেছেন।

অমিয়ভূষন মজুমদার তার 'চাঁদ বেনে' উপন্যাসে মনসা মঙ্গলের মনসা, চাঁদ সওদাগর, বেহুলা ও লখিন্দর চরিত্রের সরাসরি বর্ণনা না দিয়ে চরিত্রগুলিকে মানুষ ও প্রকৃতির জীবন্তসত্ত্বা হিসেবে তুলে ধরেছেন। এখানে চাঁদ সওদাগরের বিদ্রোহ মনসার সঙ্গে নয়, জলের সঙ্গে। নতুন জীবনের পথে জলই যেন চাঁদ সদাগরের একমাত্র বাধা। তাই এই জল অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বা সংগ্রামের কথাই পরিবেশিত হয়েছে এ উপন্যাসে। একবিংশ শতাব্দীর বিশ শতকের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে কথা সাহিত্যিক হর্ষ দত্ত 'মহাভারতের সত্য ও অসত্যে' র মতো উপন্যাস লিখতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

বাংলা উপন্যাস এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবো যে সামাজিক, ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক, আঞ্চলিক,ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস রচনার পাশাপাশি বিশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলন ও দেশভাগের মতো গভীর ক্ষত বাঙালি লেখককুলকে যখন গভীরভাবে বেদনা দিয়েছিল তখন সেই সংকটময় পটভূমিতে বিভিন্ন উপন্যাসিকরা যুব যন্ত্রণার চিত্র ফুটিয়ে তুলতে আশ্রয় নিয়েছিলেন পুরাণ নির্ভর কাহিনীর। একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের দাঁড়িয়ে যুগ সচেতনা ও মানুষের মানবিক সত্তাকে জাগ্রত করতে আধুনিক জীবনে পুরাণের কাহিনী ঘটনা ও চরিত্রগুলি বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে আমার মনে হয়। আধুনিক জীবনযাত্রাকে সউমসঋণ, সুখময় ও সুন্দর করে তুলতে নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক চন্দ্র, হর্ষ দত্ত প্রমুখ লেখকরা তাদের উপন্যাসে নব নব রূপায়ন ঘটিয়েছেন আর বাংলা উপন্যাসের প্রকৃতিকে প্রগতির পথে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নতুন আলোর দিশা দিতে পারবে বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্র:

১) শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায় - বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

২) চিন্তা হরণ চক্রবর্তী - বাংলা পুরাণ চর্চা।

৩) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় - কালের প্রতিমা। ৪) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।

৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - উপন্যাস সমগ্র (বিশ্বভারতী)।

৬) বারীন্দ্রনাথ দাস - শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব।

৭) সমরেশ বসু - পৃথা, সাম্য।

৮) প্রফুল্ল রায় - অদিতির উপাখ্যান,উত্তরার উপাখ্যান।

৯) মহাশ্বেতা দেবী - অক্লান্ত কৌরব, গান্ধারী পর্ব, ব্যাথখন্ড।

১০) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - রাধাকৃষ্ণ,

১১) শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় - অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, কুবেরের বিষয়ে আশায়।

১২) হর্ষ দত্ত - মহাভারতের সত্য অসত্যের ধারণা (শারদীয়া পত্রিকা,১৪২৩, পূজা সংখ্যা)